সংবাদ

তারিখ ... 4 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

ঢাকা : বুধবার ২০ ফাল্গুন ১৪১৫
Dhaka : Wednesday 4 March 2009

সম্পাদকীয়

শিক্ষা কর্মকর্তাদের বদলি পদোন্নতিতে মন্ত্রী-এমপিদের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (জেনারেল এডুকেশন) ক্যাডারে ১৪ হাজারেরও বেশি কর্মকর্তা আছেন। তাদের প্রায় সবাইকে সরকারি কলেজ, ১০টি শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা ডিরেক্টরেট এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পে পোস্টিং দেয়া হয়। পছন্দমতো সরকারি কলেজ অথবা দপ্তরে তাদের বদলি/পোস্টিং অথবা পদোন্নতি নিয়ে প্রতিদিন ১০/১২ জনের বেশি মন্ত্রী ও এমপি শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা সচিবের সঙ্গে বিভিন্ন সুপারিশ নিয়ে দেখা করেন। বদলি/পোস্টিং নিয়ে দরখাস্তকারীরা একাধিক মন্ত্রী ও এমপির সুপারিশ জোগাড় করার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন বলে মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বদলি/পোস্টিংয়ের দরখাস্তের সঙ্গে মন্ত্রী বা এমপিদের সুপারিশ বা অনুরোধ করা চিঠি জুড়ে দিতে নিষেধ করেছেন। গত ২৫ ফেব্রুয়ারির এ সার্কুলারে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এ ধরনের তদবির সরকারে কর্মরত ব্যক্তিদের (আচরণ) বিধি ১৯৭৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সব সরকারি কর্মকর্তাকে এ বিধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এর আগে ২০০৩ সালে তদানীন্তন শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম এ ধরনের এক সার্কুলারের মাধ্যমে মন্ত্রী ও এমপিদের সুপারিশ এবং অনুরোধ বদলি/পোস্টিংয়ের ব্যাপারে নিষিদ্ধ করেছিলেন। তখন সরকারি ও বিরোধীদলের সংসদ সদস্যরা যুগপৎভাবে সেই সার্কুলারের তীব্র নিন্দা করে শিক্ষা সচিব হিসেবে তার পদত্যাগ দাবি করেছিলেন। এ সার্কুলার নাকি এমপিদের জন্য 'মর্যাদাহানিকর'। এবারও মন্ত্রী ও এমপিরা এ ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারেন বলে আন্দাজ করা যায়।

আমাদের জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সম্মানিত সদস্যরা শুধু আইন প্রণয়নকারী হিসেবে সন্তুষ্ট থাকতে চান না। অথচ তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব আইন প্রণয়ন করা। এই কাজ করার জন্য তাদের সব সুযোগ-সুবিধা দেয়ার কথা। তারা সংসদে তাদের নির্বাচনী এলাকার সমস্যাবলিও তুলে ধরতে পারেন। এর বাইরে তাদের কোন প্রশাসনিক দায়িত্ব নেই। তারা সরকার ও তার প্রশাসনের বিভিন্ন কাজকর্মের দিকে নজর রেখে সংসদে তার সমালোচনাও করতে পারেন। কিন্তু কারও জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে সুপারিশ করা তাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। কাজটি যার কাছে করা হয়, তার জন্য তা বিব্রতকর হয়ে পড়ে। শিক্ষা ক্যাডারসহ সব ক্যাডারের সরকারি কর্মকর্তাদের বদলি, পোস্টিং ও পদোন্নতি কতকগুলো নিয়ম মেনে করতে হয়। তাতে কর্মকর্তার যোগ্যতা ও প্রয়োজন বিবেচনায় নিতে হয়। এ ব্যাপারে কোন ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে জবাবদিহি করতে হয়। কোন মন্ত্রী বা সংসদের সম্মানিত সদস্যের কাছেও হয়তো জবাবদিহিতা করতে হতে পারে সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে। কিন্তু মন্ত্রী বা সংসদ সদস্যরা সুপারিশ করলে তা দরখাস্তকারীর সম্ভাব্য দুর্বলতারই পরিচয় বহন করতে পারে। মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের সুপারিশ সরকারি কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তারের শামিল হয়ে পড়তে পারে। সংসদের সম্মানিত সদস্যরা উপজেলা প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করতে চান এবং তার জন্য তারা 'এডভাইজর' বা পরামর্শদাতা হিসেবে আইনগত অধিকার দাবি করে বসে আছেন। তারা অনাকাঙ্ক্ষিত সুপারিশ করে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিব্রত না করলেই ভাল করবেন। এতে তাদের মর্যাদাহানির কোন কারণ ঘটবে না।